কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
(মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচার
বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সহ নিয়োগ প্রাপ্ত)

ডি.ও নং- এনএইচআরসিবি/চেয়ার:/৪১৯/১৬-৩৯ তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০১৭

প্রিয় আলী-আজম.

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এটুআই অনন্য ভূমিকা পালন করছে। এজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

আপনি অবগত আছেন যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ এর অধীনে প্রতিস্থিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার সুরক্ষায় কমিশন ১১টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করেছে যার মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অটিজম শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক কমিটি অন্যতম।

সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির অধিকার সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সচেতন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ, ২০০৬ অনুসমর্থনে বাংলাদেশ অন্যতম অগ্রগামী দেশ। এছাড়া, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং আইনের বিধিমালা গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৯ ও অনুচ্ছেদ ২১- এ ইন্টারনেট সহ নতুন নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সকল ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এ 'প্রবেশগম্যতার অধিকার' স্বীকৃত হয়েছে, যেখানে প্রবেশগম্যতা অর্থ ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, যোগাযোগ, তথ্য, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য প্রাপ্য সকল সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও সমআচরণ প্রাপ্তির অধিকারকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতদস্বত্তেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্টির অভিগম্য ওয়েবসাইটসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এসব সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অভিগম্য ওয়েবসাইট তৈরির সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা আন্তর্জাতিক মানদন্ড W3C2.0 অনুযায়ী হতে হবে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে প্রদত্ত সকল তথ্যের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে jpg ও PDF ফাইল সমূহ ইউনিকোডে প্রনয়ণ করতে হবে। সকল ই-সেবা, স্মার্ট ফোনে ব্যবহৃত এ্যাপ্লিকেশন সকল জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের তথ্যে অভিগম্যতার অধিকার সুরক্ষিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ ব্যাপারে আপনার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

সালাম ও শুভেচ্ছান্তে.

02-08-2018

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

কে এম আলী আজম
প্রকল্প পরিচালক
এটুআই প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।